

এইচএসসি পরীক্ষার খাতা পুনর্নিরীক্ষণেও অসংখ্য ভুল

বিভিন্ন বাউন্স। এসএসসির মতো এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার খাতা পুনর্নিরীক্ষণেও শিক্ষা বোর্ডগুলোর ফলে অসংখ্য ভুল ধরা পড়েছে। পুনর্নিরীক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ে নম্বর বৃদ্ধি ছাড়াও পরিবর্তন হয়েছে অনেক পরীক্ষার্থীর ফল। আগের ফলে ফেল হলেও তাদের অনেকেই পাস করেছে। আগে জিপিএ-৫ না পেলেও পুনর্নিরীক্ষণে পেয়েছে জিপিএ-৫। সবচেয়ে বেশি ফল পরিবর্তন হয়েছে ঢাকা বোর্ডে, যেখানে এক হাজার ৪৫ জনের জিপিএ পরিবর্তন ছাড়াও আগে ফেল করা ১৬৯ জন শিক্ষার্থী নতুন করে পাস করেছে। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২৪ জন শিক্ষার্থী।

মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে

বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড পৃথক পৃথকভাবে তাদের পুনর্নিরীক্ষণকারী শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ করেছে। এর আগে চলতি বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষাতেও অনেক শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়েছিল। এইচএসসি ও

অনেক পরীক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন

সমমানের পরীক্ষার খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদনের ফল প্রকাশ শেষেও দেখা যায়, পরিবর্তনের চিত্র প্রায় একই। শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসে যোগাযোগ করে ফল পরিবর্তনের (১৯ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

এইচএসসি পরীক্ষার

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

তথ্য পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরাও স্ব-স্ব বোর্ডে গিয়ে নিজেদের ফল জানতে পারছেন। কিন্তু কেন ফলে বিশাল এই সংখ্যার পরিবর্তন? এ প্রশ্নের উত্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সকলেই বলছেন, দ্রুত ফল প্রকাশের কারণে তাড়াহুড়োই এই অবস্থার মূল কারণ। মূলত তিন ধরনের ভুল ধরা পড়েছে। এক, কিছু খাতায় নম্বরের যোগফল ঠিক ছিল না। দুই, কিছু উত্তরের নম্বর যোগ করা হয়নি। আর তিন, ওএমআর

ফরমে বৃত্ত ভরাটেও বেশ কিছু ভুল পাওয়া গেছে বলেও জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

প্রক্রিয়া সহজ, হয়রানিমুক্ত ও প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় এসএসসির মতো ব্যাপক সাড়া পড়েছিল এইচএসসির খাতা পুনর্নিরীক্ষণেও। পুনর্নিরীক্ষণে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ফলে সবচেয়ে বেশি ভুল ধরা পড়েছে। যদিও এ বোর্ডে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেশি। এসএসসিতে কেবল ঢাকা শিক্ষা বোর্ডেই এক হাজার ৬৭৯ জন শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়েছিল। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ২৭০ জন শিক্ষার্থী। এইচএসসিতে দেখা গেছে, এ বোর্ডে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২৪ জন। মূল ফলাফল প্রকাশের পর ৪৭ হাজার ৭৩৫ জন পরীক্ষার্থী ১৩টি বিষয়ে তাদের এক লাখ ৩৩ হাজার ৬২২টি খাতা পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছিল।

ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে চট্টগ্রাম বোর্ডে এসএসসিতে ফেল থেকে পাস করেছিল ৫২ শিক্ষার্থী। ৬৮৭ শিক্ষার্থীর ফল বা গ্রেড পরিবর্তন হয়েছিল। এর মধ্যে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৬৭ জন। মঙ্গলবার এসএসসিতে গিয়ে দেখা গেল, পুনর্নিরীক্ষণে ফেল থেকে পাস করেছে ৫০ শিক্ষার্থী, নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৩ জন। পুনর্নিরীক্ষণে গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে ৩৩২ জন পরীক্ষার্থীর। অন্যদিকে ফেল করা ২৩ জনের গ্রেড বাড়লেও তারা পাস করতে পারেনি। এ বোর্ডে ১৪ হাজার ৯৪৯ জন পরীক্ষার্থী ১৩টি বিষয়ে তাদের ৪৭ হাজার ৭৯০টি খাতা পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছিল।

সিলেট শিক্ষা বোর্ডেও বেশ কিছু শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়েছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক গোলাম কবির তপাদার জানিয়েছেন, এ বোর্ডে নম্বর পরিবর্তন হয়েছে ১১৩ জনের। ৬৯ জনের ফল বা গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। ফেল থেকে পাস করেছে ১৩ জন। এছাড়া নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে এক জন শিক্ষার্থী। যশোর শিক্ষা বোর্ডে ফল পরিবর্তন হয়েছে ১১৬ জনের। ফেল থেকে পাস করেছে ৩৮ জন এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৪ জন। এছাড়া আগে ফেল বলা হলেও এখন তাদের একজন জিপিএ-৫ পেয়েছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডেও ফলাফল পরিবর্তন হয়েছে অনেকের। চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ আবদুল খালেক জানিয়েছেন, তাদের বোর্ডে পরিবর্তন হয়েছে ২৩৩ জনের নম্বর। ফেল থেকে পাস করেছে ৮৩ জন, নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে একজন।

এদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম পরীক্ষাতে পরিবর্তন হয়েছে ১৭৩ জনের ফল। ফেল থেকে পাস করেছে ১০৪ জন পরীক্ষার্থী। এছাড়া নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৮